গায়ে হলুদ

BANGLADARSHAN.COM

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥গায়ে হলুদ॥

শ্রাবণ মাসের দিন, বর্ষার বিরাম নেই, এই বৃষ্টি আসছে এই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্চে। ক্ষেতে আউশ ধানের গোছা কালো হয়ে উঠেচে, ধানের শিষ দেখা দিয়েচে অধিকাংশ ক্ষেতে।

পুঁটি সকালে উঠে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে—চারিদিক মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। হয়তো বা একটু পরে টিপ-টিপ বিষ্টি পড়তে শুরু ক'রে দেবে। আজ তার মনে একটা অদ্ভুত ধরণের অনুভূতি, সেটাকে আনন্দও বলা যেতে পারে, ছদ্মবেশী বিষাদও বলা যায়। কি যে সেটা ঠিক ক'রে না যায় বোঝা, না যায় বোঝানো। আজ তার বিয়ের গায়ে-হলুদের দিন। এমন একটা দিন তার বারো বৎসরের ক্ষুদ্র জীবনে এইবার এই প্রথম এল। সকালে উঠতেই জেঠিমা বলেচে—ও পুঁটি, জলে ভিজে ভিজে কোথাও যেন যাস্ নি; আর তিনটে দিন কোনওরকমে ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে যে বাঁচি।

আজ কি বার?—মঙ্গলবার। শনিবার বুঝি বিয়ের দিন। পুঁটির মনে সত্যিই কেমন হয়, আনন্দের একটা ঢেউ যেন গলা পর্য্যন্ত উঠে আটকে গেল। বিয়ে বেশি দূরে কোথাও নয়, এই গ্রামেই, এমন কি এই পাড়াতেই। এক ঘর ব্রাহ্মণ আজ বছরখানেক হ'ল অন্য জায়গা থেকে উঠে এসেচেন এখানে, দুখানা বড় বড় মেটে ঘর বেঁধেছেন—একখানা রান্নাঘর। এতদিন ধ'রে সে সঙ্গিনীদের সঙ্গে সেই বাড়ীতে কুল পাড়তে গিয়েচে, সত্যনারায়ণের সিন্নি আনতে গিয়েচে, যখন পাড়ার প্রান্তের ঘন জঙ্গল কেটে ভদ্রলোক বাড়ী তৈরি করেন ঘাটে যাবার পথে একেবারে ডান ধারে, তখন কতবার ভেবেচে এই ঘন বনের মধ্যে বাড়ী ক'রে বাস করবার কার না-জানি মাথাব্যথা পড়ল।

BANGLADARSHAN.COM

কে জানত, সেই বাড়ীটাই—আজ এক বছর এখনও পোরেনি—তার শ্বশুরবাড়ী হবে।

কতদূর আশ্চর্যের কথা, কতদূর বিস্ময়ের কথা, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অথচ তারই ক্ষুদ্র জীবনে এমন একটা মহাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভব হল। যখনই সে এ কথাটা ভাবে তখনই সে সুদ্ধু তার মন সুদ্ধু যেন কতদূরে কোথায় চলে যায়।

ঐ ভদ্রলোকের একটিমাত্র ছেলে, নাম সুবোধ, তারও সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েচে। সুবোধকে এই সম্বন্ধের আগে তাদের বাড়ীতে কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেচে—বেশ ফর্সা, লম্বামত মুখ, এবার ম্যাট্রিক দিয়েচে, এখনও পরীক্ষার ফল বার হয় নি। আগে আগে, সত্যি কথা বলতে গেলে, সুবোধের মুখ পুঁটি তত পছন্দ করতো না। তার দাদার সঙ্গে যতবার এসেচে তাদের বাড়ীতে—পুঁটি ভাবতো—দেখো না, ঘোড়ার মত মুখখানা। কিন্তু আজকাল আর সুবোধের মুখ ঘোড়ার মত ত মনে হয়ই না, মনে হয় বেশ চমৎকার মুখ। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে অমন চোখ, অমন রং, অমন মুখের গড়ন কার আছে?

রায়েদের পাঁচি সেদিন বলেছিল তাকে–হ্যাঁরে, তুই যে বড় ঘোড়ামুখো বলতিস, তোর অদেষ্টে শেষকালে কিনা সেই ঘোড়ামুখোই জুটল!

পুঁটি মারতে ছুটে গিয়েছিল তার পিছু পিছু।

পুঁটির বাবা গোলার দোরে দাঁড়িয়ে ধান পাড়বার ব্যবস্থা করচে। তার বাবা বেশ চাষীবাষী গেরস্ত। পুঁটিদের বাড়ীতে চারটা বড় বড় ধানের আউড়ি আছে, গোলা আছে একটা। আউড়ি জিনিসটা গোলার চেয়ে অনেক ছোট, তিন চার বিশ ধান ধরে–আর একটা গোলার ঘরে এক পৌটি অর্থাৎ ষোলো বিশ ধান।

তাদেরও ধান আছে গোলা ভর্ত্তি, সব ক'টা আউড়ি ভর্ত্তি। কলকাতায় চাকুরী করেন এ পাড়ার হরিকাকা, তিনি মাঝে মাঝে গাঁয়ে এসে পুঁটির বাবাকে বলেন–আর কি রায় মশায়, এ বাজারে ত আপনিই রাজা। গোলা ভর্ত্তি ধান রেখেচেন ঘরে, আপনার মহড়া নেয় কে? কলকাতায় 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে এক সের চাল নিতে হচ্চে–আর আপনি–।

পুঁটি জিগ্যেস করেছিল–কিসে দাঁড়িয়ে চাল নিতে হয় বাবা, বলছিল হরিকাকা?

–কে জানে কিসে দাঁড়িয়ে, তুই নিজের কাজ কর, আমি নিজের করি–মিটে গেল।

–তুমি জান না বুঝি ও কথাটার মানে? না বাবা?

BANGLADARSHAN.COM

–না জেনেও ত পায়ের ওপর পা দিয়ে এ বাজারে চালিয়ে দিলাম মা। কলকাতার মুখ না দেখেও ত বেশ যাচ্চে।

কলকাতায় নাকি মানুষের এক এক সের চালের জন্যে চার ঘণ্টা কোথায় নাকি দাঁড়িয়ে থাকতে হয়–কি যে বাড়ীতে তার বিয়ে হচ্ছে, তাদের অবস্থা এত ভালো নয়। সুবোধ যদি পাশ করে, তবে হরিকাকা ভরসা দিয়েচেন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে ওঁর আপিসে চাকুরী ক'রে দেবেন। তা হ'লে তাকেও কি কলকাতায় গিয়ে বাসায় থাকতে হবে আর সেই কিসে দাঁড়িয়ে রোজ এক সের চাল নিয়ে রাঁধতে হবে? সে বড় কষ্ট–তবে, মানে সুবোধ যদি সঙ্গে থাকে, সে বোধ হয় সব রকম কষ্টই করতে প্রস্তুত আছে।

তাদের ধানের গোলা থেকে ধান পাড়া হচ্চে, খাব্‌রাপোতা থেকে সীতানাথ কলু আড়ৎদার এসেচে–ধান কিনে নিয়ে যাবে। বিয়ের খরচপত্র ধান বেচে করতে হবে কিনা।

ওর জেঠিমা বললেন–ও পুঁটি, আজ কোথাও বেরিও না। নাপিত ও-বাড়ী থেকে হলুদ নিয়ে আসবে, সেই হলুদ গায়ে দিয়ে তোমায় নাইতে হবে।

এমন সময় সাধন জেলে এসে ভিজতে ভিজতে উঠোনে দাঁড়াল। হাত জোড় ক'রে মাথা নীচু করে প্রণাম করে বললে–প্রাতপেন্নাম।

তার বাবা বললে–ও সাধন, বাব তোমায় ডেকেছি যে একবার। আমার যে কিছু মাছের দরকার এই শনিবারে।

কি জানি কেন, পুঁটির বুকটা দুলে উঠল। এই শনিবার–এই শনিবারে তা হলে সত্যিই তার–

সাধন বললে–আজ্ঞে, মাছের যে বড্ড গোলমাল যাচ্চে। গাঙে কি মাছ আছে? ডুমোর বাঁওড়ের মাছ সব যাচ্চে কলকাতায়। বিরাশি টাকা দর। এমন দর বাপের জম্‌ম কোনও কালে শুনি নি রায় মশায়। এক সের দেড় সের পোনা ইস্তক পড়তে পাচ্চে না। মরগাঙে বাঁধাল দিয়েলাম–একদিন কেবল এক সাড়ে এগার সের গজাড় মাছ–

পুঁটির বাবা বিস্ময়ের সুরে বললে–সাড়ে এগার সের গজাড়! এমন কথা ত কখনও শুনি নি–

–অরিবৎ গজাড় রায় মশায়। মাছের এমন দর, গজাড় মাছই বিক্রি হয়েল দশ আনা সের।

পুঁটি আর সেখানে দাঁড়াল না। মাকে এমন আজগুবি খবরটা দিতে ছুটল বাড়ীর মধ্যে। বিষ্টি একটু থেমেচে, একটু কোথাও বেরুতে পারলে ভালো হ'ত। তার জীবনে যে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হতে চলেচে এ কথাটা কারও সঙ্গে আনন্দ করে বলাও চলে না। বেহায়া বলবে, নিন্দে করবে। কেবল বলা চলে তার সমবয়সী পাঁচি, আর ক্ষেন্তি সাত বছরের বড় লতিদিদির এখনও বিয়ে হয় নি–অথচ লতিদিকে সবাই বলে সুন্দরী, লতিদির বাপের অবস্থা ভালো। লতিদি লেখাপড়া জানে ভালো। গান করে, ওর বাবা যখন কলকাতায় চাকরী করত, তখন লতিদি স্কুলে পড়ত সেখানে। কত বই পড়ে বসে বসে দুপুর বেলা। পুঁটি ওদের বাড়ী যায় যখনই তখনই দেখে লতিদি বই মুখে বসে। পুঁটি ভাল লেখাপড়া জানে না, বইয়ের নাম পড়তে পারে না, লতিদি একটু ঠ্যাকারে, সে লেখাপড়া জানে না বলে বুঝি আর মানুষ না?

BANGLADARSHAN.COM

তাকে বলে–তুই বই-টই নাড়িস নে পুঁটি। কি বুঝিস তুই এর আস্বাদ?

পুঁটি হয়ত বলে–এ কি বই বল না লতিদি?

–যাঃ, যাঃ, আর বইয়ের খবরে দরকার নেই। শরৎ চাটুজ্যের নাম শুনেচিস্? কোথা থেকে শুনবি? তোরা শুধু জানিস্ ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কি করে চিঁড়ে কুটতে হয়। তাই করগে যা–এদিকে কেন আবার?

আচ্ছা, আজ তার লতিদিকে বলতে ইচ্ছে হচ্চে–কই লতিদি, তুমি এত বই পড়ে-টরে বসে আছ, এত সব নাম জান–কই তোমার ত আজও বিয়ে হ'ল না। আমার জীবনে এত বড় একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড ত টুক্ করে ঘটে গেল। ধানের নিন্দে কর, বাবার গোলায় ধান ছিল বলে ত আজ–কই তোমাদের ত–তারপর ম্যাট্রিক পাশ বর। এ গাঁয়ে পাশ করা ছেলে একমাত্র আছে মুখুজ্যেদের জীবন দা। সে নাকি দুটো পাশ–কোথায় চাক্‌রী করচে যেন–ঐ দিকে কোথায়। যার সঙ্গে বিয়ে কথা হচ্চে, সে মুখ্যু নয়। পাশের খবর বেরুবার দেরি নেই–বাবা বলেন, সুবোধ নিশ্চয়ই পাশ করবে। হে ভগবান, তাই করো, পাশ যেন সে করে, সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে সে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে।

নাপিত এসে বললে—মা ঠাকরুণ, ও-বাড়ী থেকে দেখে এলাম। গায়ে হলুদের লগ্ন বেলা দশটার পর। আপনাদের যা দিতে হবে তার আগে দিয়ে দেবেন।

গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসবে ওবাড়ী থেকে। কি রকম জিনিসপত্র না জানি আসে পুঁটির মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। একখানা লাল কাপড় নিশ্চয়ই তারা দেবে। পুঁটির মোটে তিনখানা শাড়ী আর একখানা ডুরে শাড়ী আছে মায়ের বাক্সে তোলা। এবার তার অনেক কাপড় হবে, গহনাও হবে। পাঁচ ভরি সোনা দেবার কথাবার্ত্তা হয়েচে। এতদিন দুটি দুল ছাড়া অন্য কোনও গহনা তার অঙ্গে ওঠে নি—অথচ ঐ কুমারী লতিদিরই হাতে ছ'গাছা করে চুড়ি, গলায় লকেট্ ঝোলানো হার, কানে পাশা, হাতের আংটিও আছে। ও থাকতো শহরে, সেখানে মেয়েদের চালচলন আলাদা। এ সব পাড়াগাঁয়ে কুমারী মেয়েরা কাঁচের চুড়ি ছাড়া আবার কি গহনা পরে? অত পয়সাও নেই তার বাপের। গোলায় দুটো ধান আছে মাত্র, নগদ পয়সা কোথায়। যা কিছু করতে হয়, সে ঐ বেচে।

ভীষণ বৃষ্টি এসেচে। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য ঝড়। রান্নাঘরের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে বক্না বাছুরটা ভিজচে। কচুপাতার জল জমে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে পড়চে। তাদের কৃষাণ বীরু মুচি বলচে—ও দিদি ঠাকরুণ, তা একটু তামাক দ্যাও মোরে, বিয়েবাড়ী যে মনেই হচ্চে না। দু'দশ ছিলিম তামাক পোড়বে তবে ত বোঝবো যে নগনশা লেগেচে।

BANGLADARSHAN.COM

পুঁটি বীরুকে ধমক দিয়ে বললে—যাঃ, তোর আর বক্তৃতা দিতে হবে না। তামাক আমি কোথায় পাব? কাকীমার কাছে গিয়ে চাইগে যা—

একটু বেলা হয়েচে। বাড়ীতে অনেক লোক এসেচে বিয়ের জন্য। বিয়েবাড়ীর মত দেখাচ্চে বটে—কুমোরপুরের কাকীমা, পাঁচঘরার মাসীমা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেচেন—আজ বেলা এগারোটার সময়ে আরও একদল আসবে, ইস্টাশানে গাড়ী গিয়েচে। মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে নাইতে গেল। কুমোরপুরের কাকীমা যাবার সময়ে তাকে বলে গেল—বাঁড়ুজ্যে বাড়ী পিঁড়ি চিত্তির করতে দিয়ে আসা হয়েচে, দেখে আসিস্ পুঁটি সে-দুখানা পিঁড়ি হয়েচে কি না।

কাকীমার এটা অন্যায় কথা। তার লজ্জা করে না? নিজের বিয়ের পিঁড়ি নিজে বুঝি সে চাইতে যাবে? এত বেহায়া সে এখনও হয় নি।

তার বাবা চণ্ডীমণ্ডপ থেকে হেঁকে বললেন—ও পুঁটি, হাতায় করে একটু আগুন নিয়ে এস মা—

চণ্ডীমণ্ডপের দোর পর্য্যন্ত গিয়ে ও শুনলে ওর বাবা আর একজন অজ্ঞাত লোকের মধ্যে নিম্নোক্ত কথাবার্ত্তা:

—তা হলে পালকির বন্দোবস্ত দেখতে হয়—

—আজ্ঞে পাল্‌কি কোথায় মিলবে? ষোলডুবুরির কাহারপাড়া নির্ব্বংশ। পাল্‌কি বইবার মানুষ নেই এ দিগরে।

—তবে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এস বনগাঁ থেকে।

–এ কাদা-জলে দশ টাকা দিয়েও আসবে না। আসবার রাস্তা কই?

–ওরা বিদেশী লোক। বর আসবার ব্যবস্থা আমাদেরই করে দিতে হবে, বুঝলে না? আমরাই পারচি নে, ওরা কোথায় কি পাবে? হিম হয়ে বসে থেকো না। যা হয় হিল্‌লে লাগিয়ে দ্যাও একটা

–আচ্ছা বাবু, বলদের গাড়ীতে বর আনলি কেমন হয়?

–আরে না না–সে বড় দেখতে খারাপ হবে। সে কি–না না। শুন্‌চি ওরা ইংরিজি বাজনা আনচে। বলদের গাড়ীর পেছনে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে, তাতে লোক হাসবে।

–কেন বাবু, তাতে কি? বলদের গাড়ীতে কি আর বর যায় না? একেবারে আপনাদের বাড়ীর পেছনে এসে থামবে–সেই ত ভালো।

–বলদের গাড়ীতে বর যাবে না কেন? সে কি আর ভদ্দরলোকদের বর যায়? তা ছাড়া পেছনের ও পথ আইবুড়ো পথ! ওখান দিয়ে বর আসবে না, সামনের তেঁতুল তলার রাস্তা দিয়ে বরকে আনতে হবে। তুমি আজই যাও দিকি ষষ্ঠীতলা। সেখান ক'ঘর কাহার আছে শুনিচি। সেখান থেকেই পাল্‌কি আনাতে–

–সে যে এখান থেকে তিনকোশ সাড়ে তিনকোশ রাস্তা বাবু।

BANGLADARSHAN.COM

পুঁটি সেখানে আর দাঁড়ালো না। সুবোধ আসবে বড় সেজে বলদের গাড়ীতে?–হি–হি–সে বড় মজা হবে এখন। ধুতরো ফুলের মালা গলায় দিয়ে?

দৃশ্যটা মনে কল্পনা করে নিয়েই হাসতে হাসতে পুঁটির দম বন্ধ।

–ও তিনু–তিনু রে–শোন্ শোন্ একটা মজার কথা–

তিনু চার বছরের খুড়তুতো ভাই। উঠোনের নীচে দিয়েই যাচ্চে। সে মুখ উঁচু করে ওর দিকে বললে–কি লে ডিডি?

–জানিস? এই আমাদের বাড়ী বর আসবে–

–বল?

–হ্যাঁ-রে। ধুতরো ফুলের মালা পরে বলদের গাড়ী চেপে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে–হি–হি–

তিনু না বুঝে হাসলে–হি–হি–

এই সময়ে ওদের জ্যাঠাইমা বাড়ীর ছেলেমেয়েকে ডাক দিলেন–ওরে, সবাই এসে কাঁটাল খেয়ে যা–ও হিমু, পান্তভাত কে কে খাবে ডাক দিয়ে নিয়ে আয়। এক হাঁড়ি পান্ত রয়েচে সেগুলো কাঁটাল দিয়ে ওঠাতে তো হবে। ফেলতে পারবো না এই যুধ্যের বাজারে–

পান্তভাত ও কাঁঠাল পুঁটির অতি প্রিয় খাদ্য। কিন্তু আজ এখন তার খাবার নাম করবার জো নেই–খিদেও পেয়েছিল, ইচ্ছে করলে সে কলসী থেকে কাঁটালবীজ ভাজা আর মুড়ি লুকিয়ে পেড়ে নিয়ে খেতে পারতো–কিন্তু সে ইচ্ছে তার নেই। তাতে ভগবান রাগ করবেন। আজকের দিনে সে ভগবানকে রাগাবে না।

বেলা বাড়লো। ও বাড়ীতে শাঁক ও হুলুর শব্দ শোনা গেল। অবিশ্যি খুব কাছে নয় পুঁটির ভাবী শ্বশুরবাড়ী। তা হলেও শাঁকের শব্দ না আসবার মত দূরও নয়।

ওর খুরতুতো বোন শ্যামা বল্‌লে–ওই শোন দিদি, দাদাবাবুর গায়ে হলুদ হচ্চে–

পুঁটি ধমক দিয়ে বল্‌লে–চুপ্‌। মেরে ফেলে দেবো। দাদাবাবু কে?

–বা-রে, হয়েচেই তো–আর ত দুদিন দেরি–

–না। তা হোক্‌। আগে থেকে বলতে নেই।

–জ্যাঠাইমা তো বলচে?

–কি বলচে?

–বলচে, আমাদের জামাইয়ের গায়ে হলুদ হচ্চে–সেখান থেকে তত্ত্ব নিয়ে নাপিত এবার এসে পৌঁছে যাবে–

–তা বলুক গে। আমাদের বলতে নেই।

–আচ্ছা দিদি–দাদাবাবু–ইয়ে সুবোধবাবু পাশ করেছে?

–খবর এখনও বের হয় নি।

–আমি ও পাড়ার রাধীদের বাড়ী গিইছিলাম এই এট্টু আগে। রাধীর দাদা পাশ করেচে, কাল বিকেলে কলকাতা থেকে ওর কাকা খবর দিয়েচে।

–তোর দাদাবাবুর–ইয়ে মানে ওর–দূর, ওই কেশববাবুর ছেলের খবর কে পাঠাবে কলকাতা থেকে? ওদের তো কেউ নেই কলকাতায়।

একটু পরে ওদের বাড়ীতে শাঁক বেজে উঠলো, হুলু পড়লো। নাপিত তত্ত্ব নিয়ে আসচে তেঁতুলতলার পথে, বানী থেকে দেখা গিয়েচে।

পুঁটির বুক আনন্দে দুলে উঠলো–জ্যাঠাইমা বলছিলেন, আশীর্ব্বাদ হয়ে গেলেও বিয়ে না হতে পারে, কিন্তু গায়ে হলুদ হয়ে গেলে বিয়ে নাকি আর ফেরে না।

এবার তা হলে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা তার জীবনে ঘটে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

কেউ আর বাধা দিতে পারবে না। পাড়াগাঁয়ে কত রকমে ভাঙ্‌চি দেয় লোকে। তার বিয়েতেও ভাঙ্‌চি দিয়েছিল। বলেছিল, মেয়ের রং কালো, মুখ-চোখ ভালো না—লেখা পড়া জানে না—আরও কত কি। কিন্তু সুবোধ—না। ছিঃ, ও নাম করতে নেই, নাম হিসেবে মনে ভাবতে নেই।

তারপর বাকি অনেকগুলো কি ব্যাপার স্বপ্নের মত তার চোখের সামনে দিয়ে ঘটে গেল। শাঁকের ডাক, হুলুধ্বনি, মা, কাকিমা, জ্যাঠাইমা তাকে তেলহলুদ মাখিয়ে দিলেন। গায়ে হলুদের তত্ত্ব এল লালপাড় শাড়ী, তেলহলুদ, একটা বড় মাছ, এক হাঁড়ি দই। তার সমবয়সী বন্ধু তিনজন খেতে এল তাদের বাড়ী। তাকে কাছে বসিয়ে কত যত্ন করে মাছ দিয়ে, দই দিয়ে, মা জ্যাঠাইমা কত আদর করে খাওয়ালেন, কত মিষ্টি কথা বল্‌লেন। সোনার পিঁড়িতে সিঁদুর দেওয়া হ'ল, প্রদীপ দেখানো হ'ল—যাতে শূন্য ধানের গোলা সামনের ভাদ্র মাসে আউশ ধানে অন্তত অর্দ্ধেকটা পুরে যায়। বাবা বলেন, গোলার ধান খালি হয়ে যেতো না, মধ্যে কি একটা গভর্ণমেণ্টের হাঙ্গামা এল—কেউ গোলায় ধান জমিয়ে রাখতে পারবে না। তাতেই অনেক ধান কর্জ্জ আরও অনেক জিনিস এসেছিল, খাওয়া-দাওয়ার পরে গাঁয়ের মেয়েরা কেউ কেউ দেখতে এল—তখন সে নিজেও দেখলে। আগে লজ্জায় ওদিকেও সে যায় নি। একটা শাড়ী, একটা ব্লাউজ, সায়া একটা—আলতা, সাবান, আয়না আর গন্ধতেল। এসব জিনিস তার নিজস্ব। কা'রও ভাগ নেই এতে। সে ইচ্ছে করে যদি কাউকে দেয় তবেই সে পাবে, নইলে নিজের বাক্সে রেখে দিতে পারে, কারও কিছু বলবার নেই।

BANGLADARSHAN.COM

সব কাজ মিটতে বেলা দুটো বেজে গেল।

পুঁটির মন ছট্‌পট্‌ করছিল, ও-পাড়ার লতিদি, হিমি, অন্ন, রাধী—এরা কেউ আসে নি—এদের গিয়ে একবার দেখা দেওয়া দরকার—যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তার গায়ে হলুদের মত আশ্চর্য্য ব্যাপারটা আজ সত্যিই ঘটে গিয়েচে। আচ্ছা, যখন ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে তাদের বাড়ীর দোরে তেঁতুলতলায় ওই পথটা দিয়ে, বোধনতলার কাছে পাল্‌কি নামিয়ে প্রণাম করে—বাজি পুড়বে, লোকজনের হৈ হৈ হবে—ওঃ, সে মেয়ের কথা ভাবাও যায় না। দেখে যেন পাড়ার সব মেয়েরা এসে।

সে বেড়াতে গেল মুখুজ্যেবাড়ী। মুখুজ্যেগিন্নী ওকে দেখে বল্‌লেন—কি রে পুঁটি, আয় মা আয়। গায়ে হলুদ হয়ে গেল? আহা, এখন ভালোয় ভালোয় দু-হাত এক হয়ে গেলে—বোসো মা, বোসো।

একটু পরে লতিকাও সেখানে এসে হাজির হোল। পুঁটিকে দেখে বল্‌লে—ও পুঁটি, তোর আজ গায়ে হলুদ ছিল না? হয়ে গেল? কি তত্ত্ব এল শ্বশুরবাড়ী থেকে?

মুখুজ্যেগিন্নী বল্‌লেন—বোস্‌ মা তোরা। লতি, পুঁটির সঙ্গে গল্প কর। একটু চা করে আনি। যাক্‌, ভালোই হ'ল, আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে কি কষ্ট, যে দেয় সেই জানে!

পাশের বাড়ীরজানালা দিয়ে গাঙ্গুলীদের ছোটবৌ ডেকে বললে—ও কে, পুঁটি নাকি? গায়ে হলুদ হয়ে গেল? তা কই আমাদের একবার বলতেও তো হয়। এই ত বাড়ীর পেছনে বাড়ী—

পুঁটি বল্‌লে–গেলেন্ না কেন বৌদি? আমরা ত বারণ করি নি যেতে। শাঁক যখন বাজলো, তখনও যদি যেতেন–

লতিকা ভাবলে, পুঁটি ছেলেমানুষ, এ উত্তরটা দেওয়া ওর উচিত হ'ল না। এখানে ও কথা বলা ঠিক হয় নি। কিন্তু এর পরবর্ত্তী ব্যাপারের জন্যে সে বা পুঁটি কেউ প্রস্তুত ছিল না। গাঙ্গুলীদের ছোটবৌ মুখ লাল করে উত্তর দিলে–কি বল্‌লি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? আমরা কখনও গায়ে হলুদ দেখি নি, শাঁকে ফুঁ পড়লে অমনি কুকুরের মত ছুটে যাব তোমাদের বাড়ী পাতা পাততে? অত অংখার ভালো না রে পুঁটি। তোমার বাপের বড্ড ধানের গোসা হয়েচে, না? অমন বিয়ে আমরা কখনও কি দেখিচি জীবনে? ছেলের না আছে চাল, না চুলো–সংসারে মানুষ নেই বলে হাঁড়ি ঠেলতে নিয়ে যাচ্চে। ছেলের বিদ্যে কত, তা জানতে বাকি নেই–এবার তো ম্যাট্রিক ফেল করেচে–

এখানে লতিকা আর না থাকতে পেরে বল্‌লে–কে বল্‌লে ছোট বৌদি? সুবোধবাবুর পাশের খবর তো পাওয়া যায় নি?

–কেন পাওয়া যাবে না? চিঠি এসেচে ফেল করেচে বলে–ওরা সে চিঠি লুকিয়ে ফেলেচে। বিয়ের আগে ও খবর জানাজানি হতে দেবে না। উনিই হাট থেকে চিঠি আনেন। পোষ্টকার্ড চিঠি। উনি সন্দের পর সুবোধদের বাড়ী দিয়ে এলেন। আমাদের চোখ ধুলো দেওয়া–

BANGLADARSHAN.COM

পুঁটির চোখে সামনে সব অন্ধকার হয়ে বিশ্বসংসার লেপে মুছে গিয়েচে। মুখরা দর্পিতা ছোট বৌয়ের মুখের কাছে সে কি করে দাঁড়াবে। চেঁচামেচি শুনে মুখুজ্যেগিন্নী হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন, লতিকা ওর হাত ধরে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেল।

মুখুজ্যেগিন্নী ঘরের মধ্যে এসে চাপা গলায় বললেন–আহা, ছেলেমানুষ–ওর সাধ-আহ্লাদের দিনটা অমন করে বিষ ছড়াতে আছে–ছিঃ ছিঃ–দ্যাখ তো মা লতি কাণ্ডটা–

কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট পুঁটির হাত ধরে ততক্ষণ লতিকা বলচে–চল্ চল্ পুঁটি, তোকে বাড়ী দিয়ে আসি–ছিঃ, বৌদির কি কাণ্ড! ওসব কথা মনে করিস নে, মিথ্যে কথা। চল পুঁটি–ভাই–

লতিকার গলার সুরে ও কথার ভাবে কিন্তু পুঁটির মনে হ'ল লতিদিও এ খবরটা জানে–কি জানি হয়তো গাঁয়ের সবাই জানে–সে-ই কেবল জানতো না এতক্ষণ। পথে পা দিয়েই লজ্জায় অপমানে সে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলে বললে–লতিদি, আমি কী বলেছিলাম ছোট-বৌদিকে?–খারাপ কথা কিছু?

॥সমাপ্ত॥